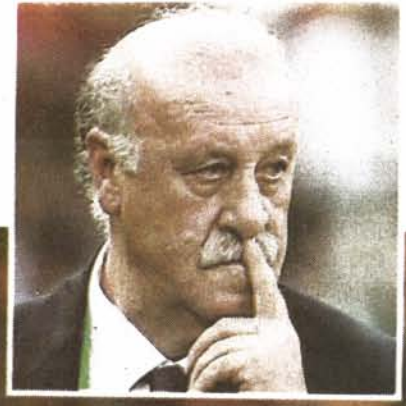

এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ধাক্কা চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিদায়

১০ বছরের সেরা বিশ্বকাপ

মুলারকে মাথা দিয়ে গুতো দিচ্ছেন পেপে

● আহসান সেনান

বিশ্বকাপ এ পর্যন্ত দর্শকদের প্রত্যাশা ভালোভাবেই পূরণ করেছে। অনেকে এর মধ্যেই এ বিশ্বকাপকে গত এক দশকের সেরা বিশ্বকাপ বলে রায় দিয়েছেন। গ্রুপ পর্বেই এমন অনেক মুহূর্ত, ম্যাচ পাওয়া গেছে, যা বিশ্বকাপের গাঁথায় স্থান করে নেবে। যেমন–

ধাক্কা : ভিসেন্তে দেল বস্কের অনমনীয়তা : এবারের বিশ্বকাপে স্পেনের ধস আসল ধাক্কা নয়। গত দেড় বছর থেকেই অনেকে অনুমান করছিলেন টিকি-টাকার দিন শেষ। এর চেয়ে বড় ধাক্কা বরং স্পেনের কোচ বস্কের দল নির্বাচন। ফুটবলে সব মহলেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বস্ক। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সময়কালে বস্ক রিয়াল মাদ্রিদকে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি সাফল্য উপহার দিয়েছেন। ২০১০ সালে স্পেনকে এনে দিয়েছেন তাদের প্রথম বিশ্বকাপ। তার অধীনেই স্পেন একাধারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোপা জয় করে এবং তিনিই একমাত্র কোচ যিনি তার দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। তাই তাকে শ্রদ্ধা করে না এমন মানুষ ফুটবল আঙিনায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই খেলায় তিনি নিখাদ 'ভদ্রলোক' হিসেবেও বিবেচিত। আনুগত্যকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি মূল্য দেন। আর সেখানেই যত বিপত্তি। যে কোনো ম্যানেজারেরই জানা আছে, ২০১০ সালের কৌশল ২০১৪ সালে কাজে আসবে না। বস্কেরও এটা জানা থাকা আবশ্যক। কিন্তু

তিনি সব সময়ই তার ২০১০ সালের বিশ্বকাপ এবং ২০১২ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানো খেলোয়াড়দের প্রতি অনুরক্ত। এসব খেলোয়াড়ের খেলার কৌশল প্রকাশিত হয়ে যাওয়া, আর সব খেলা জিতে তাদের জেতার ইচ্ছা এবং ক্ষুধা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পরও বস্ক তাদের দিয়েই খেলালেন।

এতেও ততটা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম দেল বস্ক এমনটাই করবেন আর স্পেনও ভুগবে তাতে (৫-১ গোলে হার প্রত্যাশিত না হলেও স্পেনের হার অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না)।

কিছু পরিবর্তন ছাড়া দ্বিতীয় ম্যাচেও স্পেন তাদের প্রথম ম্যাচের কৌশলেই খেলেছে, আর প্রথম ম্যাচে ডাচরা তাদের যে কৌশলে হারিয়েছিল, চিলিও সেই একই কৌশল ব্যবহার করে হারিয়েছে স্পেনকে। রলের ওপর চাপ তৈরি করা এবং ত্বরিত কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল। ক্যাসিয়াস ও টরেস ছিলেন ভয়াবহ বাজে ফর্মে। তাদের খেলানোই উচিত হয়নি। অথচ ক্যাসিয়াস দু ম্যাচেই খেলেছেন (এবং তার ভুলে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে) আর টরেস খেলেছেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। ফ্যাব্রিগাস গত চার বছরে একজন পরিণত এবং নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছেন, তাকে আরো বেশি খেলানো উচিত ছিল। কোকে ভালো ফর্মে ছিলেন, তাকে সব খেলায় খেলানো উচিত ছিল। জুয়ান মাতা স্প্যানিশ মধ্যমাঠে নতুন মাত্রা আনতে পারতেন। কিন্তু বস্ক এগুলোর কোনোটাই বিবেচনা করেননি। বাদ পড়ে যাওয়ার মুহূর্তেও বাজে ফর্মে থাকা খেলোয়াড়দের খেলানোয় বস্কের অনমনীয়তাই এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ধাক্কা।

চমকের প্যাকেজ– চিলি, কলম্বিয়া ও উরুগুয়ে : এবারের টুর্নামেন্টে চমক দেখিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো– আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল বাদে। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আশাব্যঞ্জক পারফরম্যান্সের পর মেক্সিকোর সঙ্গে খেলায় সেই ধারা বজায় রাখতে পারেনি ব্রাজিল। শক্তিশালী ও গোছানো রক্ষণভাগ থাকার পরও আক্রমণে যেতে দক্ষতার অভাব দেখা গেছে ব্রাজিলের, বিশেষত আক্রমণভাগে দায়িত্বের চাপে পড়েছেন দুই তরুণ নেইমার এবং অস্কার। রক্ষণভাগের দুর্বল অবস্থার সঙ্গে আর্জেন্টিনার আক্রমণেও রয়েছে অগোছালো ভাব। মেসির ওপর তাদের অতিরিক্ত নির্ভরতা টুর্নামেন্টের সামনের লড়াইয়ে তাদের জন্য বিপজ্জনক হবে।

কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্য তিন দেশ চিলি, কলম্বিয়া এবং উরুগুয়ে এখনো আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। চিলি এবং কলম্বিয়া তাদের দুটি ম্যাচেই জিতেছে (দ্বিতীয় রাউন্ডের সামনে যাওয়ার আশা দেখাচ্ছে তারা), এবং কোস্টারিকার বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় হোঁচট খেলেও পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডকে বেশ বড়

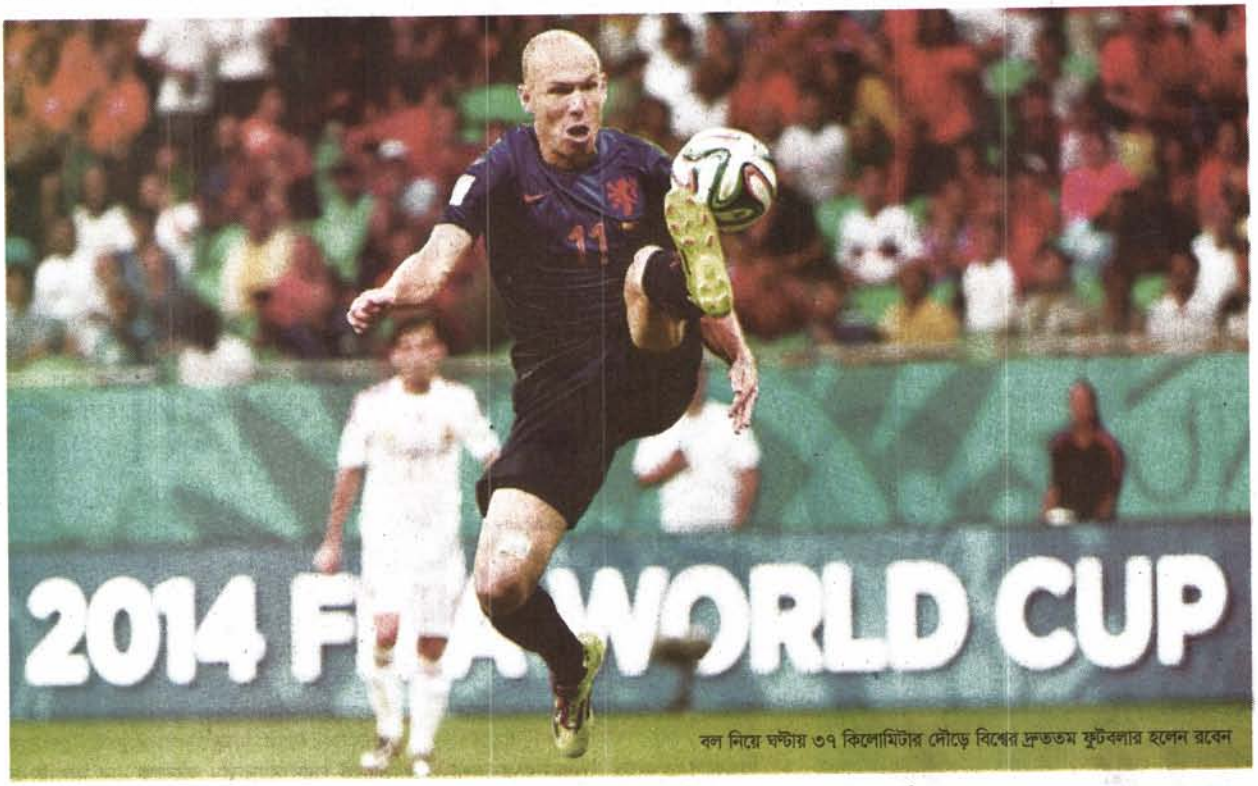

বল নিয়ে ঘণ্টায় ৩৭ কিলোমিটার দৌড়ে বিশ্বের দ্রুততম ফুটবলার হলেন রবেন

নিখুঁত হেডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি করছেন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ

ধাক্কাই দিয়েছে তারা। মনে হয়েছে উরুগুয়ে তাদের দুর্ধর্ষ সেরা খেলার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর এটা খেয়াল করলে আরো বেশি অবাক হতে হয় যে, তাদের সেরা খেলোয়াড় দুনিয়ার অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার রাদামেল ফ্যালকাও খেলছেন না এবং লুইস সুয়ারেজও পুরোপুরি ফিট নন।

এ দলগুলোর খেলায় সবচেয়ে ভালো যে ব্যাপারটি দেখা যাচ্ছে তা হলো তাদের খেলার ভঙ্গি। প্রতিপক্ষকে দমানোর পরিবর্তে তারা তাদের নিজেদের খেলাটাই খেলছে। বলের নিয়ন্ত্রণ রাখা ছাড়াই তারা মাঠে সংগঠিত আর যখন বলের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে তখন সেটা সৃষ্টিশীল ভাবেই ব্যবহার করছে।

২০০২ সালে ব্রাজিল সর্বশেষ বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে পরবর্তী বিশ্বকাপগুলোতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো দর্শকদের হতাশ করেছে। আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলকেই এ মহাদেশের নেতৃত্ব দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আর তাই এখন পর্যন্ত এ মহাদেশের চমক চিলি, কলম্বিয়া ও উরুগুয়ে।

খলনায়ক পেপে : এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, এ পর্যন্ত খেলায় এবারের বিশ্বকাপের খলনায়ক পর্তুগালের পেপে? সবাই জানেন পেপের মাথা ঠাণ্ডা নয়। ২০০৯ সালে গেটাফের এক খেলোয়াড়কে লাথি মেরে ১০ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পর মনে হচ্ছিল পেপে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন। বিশ্বকাপে আসার আগে প্রায় ১০টি ম্যাচে কোনো হলুদ কার্ড পাননি তিনি এবং দুবছর কাটিয়েছেন কোনো লাল কার্ড ছাড়া।

কিন্তু পুরনো স্বভাব সহজে যায় না। জার্মানির সঙ্গে ২-০-তে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় পেপে তার মেজাজ হারালেন এবং মাথা দিয়ে গুঁতো দিলেন মুলারকে। দলের একজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের জন্য এটা নিঃসন্দেহে অসম্মানজনক আচরণের চেয়ে বেশি হয়েছে মূর্খের মতো কাজ। পর্তুগাল জার্মানি বা ব্রাজিলের মতো তারকাসমৃদ্ধ দল নয়। তারা তাদের শীর্ষ কয়েকজন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করে এবং তাদেরকেই দলের নেতৃত্ব দিতে হয়। রোনালদো পুরোপুরি ফিট না থাকার কারণে পেপের ওপর ছিল বাড়তি দায়িত্ব। নিজে দায়িত্ব নিয়ে দলকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তিনি বরং দলকে টেনে নামিয়েছেন।

হৃদয় গেঁথে রাখার মুহূর্ত– স্পেনের বিরুদ্ধে ভ্যান পার্সির সমতাসূচক গোল : রবিন ভন পার্সি স্পেনের বিরুদ্ধে নিখুঁত হিসেবি এক হেডে গোল করেন এবং তারপরই একছুটে মাঠের সীমানায় কোচ লুই ভন গালের সঙ্গে হাই-ফাইভ অর্থাৎ বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন। এ দুটো মুহূর্তই এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো ফটো-ফ্রেম মুহূর্ত। ভন পার্সি তার ফিনিশিং স্কিল এবং চমৎকার গোলের জন্য ফ্লাইং ডাচম্যান বলে খ্যাত। সেই পার্সিও বলেছেন, স্পেনের সঙ্গে সমতাসূচক গোলটিই তার করা সেরা গোল।

পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে থেকে গোলে হেড করা দুঃসাহসী কাজ। প্রথমে গোলকিপারের নাগালের বাইরে এবং তারপর সেই বল নিচে নামিয়ে গোলে ঢোকানো, এমন হিসাব কষা হেড রীতিমতো সাংঘাতিক আর পার্সি এমন গোল করেছেন ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তি গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে। এটা ছিল এমন সময়ে, যখন বিশ্ব ফুটবলে স্পেনের আধিপত্য শেষ হয়ে গেছে। সেরা গোলরক্ষক হিসেবে ক্যাসিয়াসের রাজত্ব শেষ। স্পেনের রক্ষণভাগের দুর্বলতাও প্রকাশ হয়ে গেছে। আর এ সমস্যা থেকে স্পেন বের হয়ে আসতে পারেনি। ড্যালে ব্লিন্ডের বাড়ানো লম্বা বলে পার্সি মাথা ছোঁয়াতেই সেটা হয়ে গেছে এ বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত।

যা প্রত্যাশিত ছিল : ইংল্যান্ডের ব্যর্থতা : নিজেদের নিয়ে গর্ব করার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ইংরেজদের। তবে এবার বিশ্বকাপ শুরুর আগেই এমনকি তাদের মিডিয়াগুলোও বলছিল, ইংল্যান্ডের প্রথম রাউন্ড পার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ইতালি এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তাদের ১-২ গোলে পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে দলের সীমাবদ্ধতা। খেলার সব ক্ষেত্রেই প্রতিভা এবং সংগঠনের অভাব প্রকটভাবে দেখা গেছে ইংল্যান্ডের। অনেকে যুক্তি দেবেন, দুটি খেলাতেই ইংল্যান্ডের ড্র পাওনা ছিল। পাওনা ছিল বা না-ই ছিল, আসল কথা হলো– খেলা থেকে ফল বের করে আনতে ইংল্যান্ড ব্যর্থ হয়েছে। তারা চাপে ছিল এবং দু খেলাতেই চাপের মুখে রক্ষণভাগ হোঁচট খেয়েছে। স্ট্রাইকাররা কোনো ম্যাচেই জ্বলে উঠতে

পারেননি। মধ্যমাঠ দু খেলাতেই প্রাণহীন ছিল। কেউ বলতে পারবেন না প্রথম রাউন্ডেই ইংল্যান্ডের বিদায়ে তারা বিস্মিত হয়েছেন।

যা ছিল অপ্রত্যাশিত : আরজেন রবেন :

ফুটবল দিনদিনই গতিময় হয়ে উঠছে। আরো হালকা বল, হালকা ফুটওয়্যার, খেলোয়াড়দের অধিকতর দ্রুতগতি– সব মিলিয়ে ফুটবল এখন বিদ্যুৎগতির খেলা। তারপরও ৩০ বছর বয়সী একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় গতির রেকর্ড ভাঙবেন– এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৪-১-এ বিধ্বস্ত করে রবেন কাউন্টার অ্যাটাকে নিজেকে সার্জিও রামোসের পাশে দাঁড় করিয়েছেন। আর এভাবে রবেন নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়ে পরিণত করেছেন। এ খেলায় তার গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৭ কিলোমিটার। খেলায় গোলও করেছেন তিনি।

দুনিয়ার যে কোনো খেলায় সর্বোচ্চ গতি দেখিয়েছেন ২০০৯ সালে উসাইন বোল্ট। সে বছর ১০০ মিটার স্প্রিন্টে বোল্ট ঘণ্টায় ৪৪ মাইল গতিতে দৌড়েছিলেন। সে সময় বোল্টের বয়স ছিল ২৩ বছর। আর রবেনের এখন ৩০। রবেন তার সেরা গতিতে পৌঁছেছেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে মোকাবেলা করে পায়ে বল নিয়ে। আর তখন তিনি ৮০ মিনিট খেলেও ফেলেছেন। তার গতিতে কে বাজি ধরবেন?

যে কারণে আমরা বিশ্বকাপ দেখব : কোস্টারিকা : বিশ্বকাপে কোস্টারিকাকে নিয়ে কে আশাবাদী? তারা বিশ্বকাপে এসেছে ফিফার কোটা ব্যবস্থার কারণে, যে পদ্ধতিতে উত্তর আমেরিকা থেকে কমপক্ষে ৩টি দলকে বিশ্বকাপে খেলতে দিতে হবে। তাদের শেষ দুই বিশ্বকাপে কোস্টারিকা প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিল। ২০১০ বিশ্বকাপে তারা কোয়ালিফাই করতে পারেনি। ২০০৬ বিশ্বকাপে অংশ নেয়া ৩২টি দলের মধ্যে তাদের অবস্থান ছিল ৩১তম। তাহলে কে-ইবা আর কোস্টারিকাকে নিয়ে আশাবাদী হবেন!

ব্রাজিল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে কোস্টারিকা ফিফা র‍্যাংকিংয়ে প্রথম দশে থাকা দুটি দলকে পরাজিত করেছে (ইতালির স্থান নবম এবং উরুগুয়ে সপ্তম) এবং ইংল্যান্ডকে (ফিফা র‍্যাংকিংয়ে দশম) মোকাবেলা না করেই প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় করে দিয়েছে। ৫০ লাখ মানুষের ছোট্ট দেশ কোস্টারিকা (আমাদের ঢাকার জনসংখ্যা ২০০৮ সালে ছিল ৭০ লাখের বেশি) এমন এক গ্রুপে ছিল, যে গ্রুপে ছিল তিন সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, যারা মোট সাতবার বিশ্বকাপ জিতেছে।

অনিশ্চয়তা, আবেগ, নাটকীয়তা, কোনো দল বা খেলোয়াড়ের প্রতি প্রত্যাশা বা খ্যাতি উল্টে যাওয়া– এসব কারণেই আমরা ফুটবল ভালবাসি। এখানে যে কোনো সময় যে কোনো

এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম চমক কোস্টারিকার খেলা

কিছু ঘটার অনুভূতি পান দর্শকরা। উরুগুয়েকে উড়িয়ে দিয়ে, ধৈর্য আর নৈপুণ্যের মাধ্যমে তারা হারিয়েছে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালিকে। আর এটাই ফুটবলের সবচেয়ে রোমান্টিক ব্যাপার। আমরা কোস্টারিকার খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনায় বলতে পারি, তাদের নিজেদের কী অবদান আছে। কিন্তু সত্যিই কি তাতে কোনো কিছু যায়-আসে? নামে আমরা কেউই কোস্টারিকার কোনো খেলোয়াড়কে চিনি না। টুর্নামেন্টের পরও হয়তো তাদের কেউ মনে রাখবেন না। কিন্তু এখন রূপকথার মতো তারা যেভাবে পথ চলছে, সেটাই আমাদের ফুটবল ভালবাসার প্রতিকৃতি হয়ে দেখা দিয়েছে।

নতুন চ্যালেঞ্জার– নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স : নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ পর নেদারল্যান্ডসের গোলের হিসাবটা এ রকম ৮-৩; আর ফ্রান্সের ৮-২। আন্ডারডগ না হলেও এ দুটি দলের কেউই টুর্নামেন্টে ফেভারিট তকমা পরে খেলতে আসেনি। কিন্তু তাদের প্রথম দু ম্যাচের পারফরম্যান্সের পর তাদের দু দলকেই ফেভারিট হিসেবে বিবেচনা করতে হচ্ছে। ফ্রান্স তাদের দুটি ম্যাচ অনায়াসেই জিতে নিয়েছে। ডাচরা তাদের প্রথম ম্যাচেই বধ করেছে স্পেনকে। তবে পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাদের। তবে এটাও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষণ– জয়কে ছিনিয়ে আনা, এমনকি যখন নিজেরা সেরা খেলাটা খেলতে পারছেন না তখনো ব্রাজিল এবং জার্মানির সঙ্গে এ দুটি দলও বহুদূর যাবে বলে মনে হচ্ছে।

ডাচদের ইতিহাস আছে দুর্দান্তভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করে পরের দিকে বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার। তাই তাদের নিয়ে এ মুহূর্তে বাস্তববাদী হওয়া উচিত। তাদের কোচ লুই ভন গালের জন্য এটা কঠিন কিছু নয়। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে– হয় তারা ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে, নয়তো প্রথম রাউন্ডেই বাদ পড়ে যায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গিয়ে নতুন প্রজন্মের ফরাসি ফুটবলাররা ২০১০-এর দুঃখের স্মৃতি মোছার সামর্থ্য রাখেন। এ দু দলের কেউ এবার বিশ্বকাপ জিততে পারবে কিনা তা সময়ই বলে দেবে। ■

অনুবাদ : **শানজিদ অর্ণব**